

## চোখ

কামরুন নাহার

alorkona@yahoo.com

নদীর চরের রূপালি বালিয়াড়িতে  
নিহত বৃদ্ধের দেহ-বিচ্ছিন্ন মস্তক,  
দুটো স্থির চোখ আতঙ্কে বিস্ফারিত  
মানবজাতির চরম নিষ্ঠুরতায়।

বিকৃত-মস্তিষ্ক ভাড়াটে খুনির দল  
নৌকার ছইয়ের নিচে বৃত্তাকারে বসে  
ভুনা খিচুড়ির শেষে বাংলা মদ খেয়ে  
চাঁদের আলোয় ফিরে চলেছে ডেরায়।

গলুইয়ে নির্জনে এক ব্যতিক্রম হস্তারক  
গাঁজার গুঁড়া ভরানো সিগারেটে টান দিয়ে ভাবে,  
মানুষের দুচোখে কেন এত নোনা জলের লীলা,  
সেখানে কেমন করে সমুদ্র বাঁধে বাসা, ধুর শালা!

---

**কবিতার ব্যাখ্যা:** এক দল ভাড়াটে খুনি এক বৃদ্ধকে খুন করে তার কাটা মাথা ফেলে দিয়েছে নদীর চরে। হত্যার সময় মানুষের নিষ্ঠুরতায় ভয়ে তার চোখ স্থির হয়ে গিয়েছিল। সেভাবেই স্থির রয়ে গেছে। ভাড়াটে খুনিদের ভেতরে একটুও অপরাধ বোধ জেগে ওঠেনি। তারা নৌকায় বসেই রাতের খাবার খেয়ে দেয়ে উল্লাসে ফিরে চলেছে। শুধু একজন খুনির ভেতরে তার নিজের অজান্তে অনুশোচনা বোধ জেগে উঠছে। সে সেই অনুশোচনা ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।